গঠনতন্ত্র

মৌলিক বিষয়াদি, ধারা ও উপধারা সমূহ

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)

জয় বাংলা　　আল্লাহ সর্বশক্তিমান　　জয় বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
২৯০/১, সোনারগাঁও রোড (চতুর্থ তলা), ঢাকা।

সম্মানিত সদস্য/ সদস্যা
স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ ।

শুভেচ্ছা নিবেন। গত ১৩ই মে ২০০৩ তারিখের জরুরী সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কতৃক অনুমোদিত উপপরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনীসমূহ গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের গঠনতন্ত্র উপপরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ আবুল কালাম, সদস্য সচিব ডাঃ ফরহাদ হাসান জোয়ারদার তাদের ৩জন সদস্য ডাঃ জাহিদ হোসেন, ডাঃ এম, এ, রশিদ মানিক ও ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর (মিন্টু) কে নিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের সকল বিধি বিধান যথাযথভাবেঅনুসরন করে সংশোধনীসমূহ প্রস্তুত করেন। তাদের শ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বর্তমান কমিটি সেই সংশোধনীসমূহ গঠনতন্ত্রে অর্ন্তভূক্ত করে সম্পাদন করার দায়িত্ব পালন করি।

গঠনতন্ত্র হচ্ছে আমাদের সংগঠনের মেরুদন্ড। গঠনতন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী চিকিৎসকের জাতীয় সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সুসংগঠিত হইবে এবং নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখবে।

ধন্যবাদ সহ

(ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন)
মহাসচিব,
স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

জয় বাংলা আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
২৯০/১, সোনারগাঁও রোড (চতুর্থ তলা), ঢাকা।

সম্মানিত সদস্য/ সদস্যা
স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ ।

শুভেচ্ছা নিবেন। গত ১৩ই মে ২০০৩ তারিখের জরুরী সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কতৃক অনুমোদিত উপপরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনীসমূহ গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের গঠনতন্ত্র উপপরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ আবুল কালাম, সদস্য সচিব ডাঃ ফরহাদ হাসান জোয়ারদার তাদের ৩জন সদস্য ডাঃ জাহিদ হোসেন, ডাঃ এম, এ, রশিদ মানিক ও ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর (মিন্টু) কে নিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের সকল বিধি বিধান যথাযথভাবেঅনুসরন করে সংশোধনীসমূহ প্রস্তুত করেন। তাদের শ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বর্তমান কমিটি সেই সংশোধনীসমূহ গঠনতন্ত্রে অর্ন্তভূক্ত করে সম্পাদন করার দায়িত্ব পালন করি।

গঠনতন্ত্র হচ্ছে আমাদের সংগঠনের মেরুদন্ড। গঠনতন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী চিকিৎসকের জাতীয় সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সুসংগঠিত হইবে এবং নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখবে।

ধন্যবাদ সহ

(ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন)
মহাসচিব,
স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ এর

গঠনতন্ত্র

"মুখবন্ধ"

স্বাধীনতা অর্জনের ২৫ বছর অতিক্রান্ত হইবার পরও স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিষ্প্রভ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাহিরে পুর্নবাসিত। এই অবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ আত্মদানকারী চিকিৎসক সমাজ নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতে পারে না । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়া বাঙালী জাতি যে স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিয়াছিল তাহাকে সুসংহত করিতে এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ সহ চিকিৎসকদের স্বার্থ সংরক্ষনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের চিকিৎসক বৃন্দ "স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ" গঠন করিয়াছে। স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার চিকিৎসাকে সুনিশ্চিত এবং সহজলভ্য করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে চিকিৎসকদেরকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, ইনসার্ভিস ট্রেইনী প্রথা প্রবর্তনকরণ, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প গঠন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের সে গতিধারা ব্যাহত হয় এবং চিকিৎসা পেশার মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের চিকিৎসকবৃন্দ ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইং ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন এ এক সম্মেলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের এডহক কমিটি গঠন করিয়াছে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মৌলিক বিষয়াদি

১। **নাম ঃ** এই সংগঠনের নাম হইবে "স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ" ; সংক্ষেপে "সচিপ"

২। **রেজিষ্টার্ড কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ** সংগঠনের রেজিষ্টার্ড কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৩। **ভাষা ঃ** মূল ভাষা হইবে বাংলা। তবে প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাইবে।

৪। **প্রতীক ঃ** "জাতীয় স্মৃতি সৌধকে পিছনে রেখে সম্মুখে লাঠি জড়ানো সাপ "প্রতীকটি সংগঠনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

৫। **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ**

(ক) ইহা একটি পেশাভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন।

(খ) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে চিকিৎসকদেরকে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ।

(গ) স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে সহায়তা করা ;

(ঘ) চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইহার সহযোগী বিজ্ঞান সমূহের উৎকর্ষ সাধন করা।

(ঙ) চিকিৎসা পেশার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং সদস্যদের স্বার্থ অধিকার ও সুযোগ সুবিধাদি রক্ষ করা এবং জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে পেশাগত, নৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত কারণে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(চ) " সবার জন্য স্বাস্থ্য" সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার, স্বাস্থ্য সাময়িকী প্রকাশনা, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

(ছ) জনগণের চিকিৎসার স্বার্থে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান ও জরুরী অবস্থায় মেডিক্যাল টিম গঠনে সহায়তা প্রদান করা।

(জ) চিকিৎসা পেশার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে নূতন যারা এই পেশায় প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদের পেশার উন্নয়নে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করা।

৬। **আয়ের উৎসঃ** সদস্যদের চাঁদা, সংগঠনের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিঃর্শত দান ও আয়ের উৎস সৃষ্টিকারী প্রকল্প গ্রহণ ও বিজ্ঞাপন।

৭। **আয় ও সম্পত্তি ঃ**

ক) বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংগঠনের আয় ও সম্পত্তি সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নেই শুধুমাত্র ব্যয় করা যাইবে। কোন অবস্থাতেই ইহার কোন অংশ সরাসরি লভ্যাংশ বা বোনাস বা অন্য কোন ভাবে লাভ হিসাবে সংগঠনের সদস্যদের কিংবা পূর্বে কখনও সদস্য ছিলেন তাহাদের কিংবা তাহাদের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির মুনাফা হিসাবে প্রদান করা যাইবে না।

খ) সংগঠনের বিলুপ্তি হওয়ার সময়ে প্রতিটি সদস্যই সংগঠনের সম্পর্কে অবদান রাখিতে, ইহার ঋন ও দায় সমূহ বহন করিতে এবং ইহার কার্যোপলক্ষে বিলুপ্তির দরুণ দেয় সকল ব্যয় বহন করিতে অংগীকারাবদ্ধ।

গ) সংগঠনের বিলুপ্তির পরে ইহার সম্পত্তি অন্য সমমনা সেবামূলক সংগঠনে দান করা যাইতে পারে।

সংগঠনের ধারাসমূহ

১। **ব্যাখ্যাঃ**

নিম্নলিখিত শব্দ বলিতে পাশে লিখিত অর্থ বুঝাইবে -

ক) " সংগঠন" অর্থ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ।

খ) "গঠনতন্ত্র" অর্থ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের গঠনতন্ত্র।

গ) " ধারাসমূহ" অর্থ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের গঠনতন্ত্রের ধারা সমূহ।

ঘ) "উপধারা সমূহ" অর্থ গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গৃহীত উপধারা সমূহ।

ঙ) "নীতিমালা" অর্থ সংগঠনের সাধারন পরিষদ (সাধারন সভা) কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা।

চ) "বিধি" অর্থ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিধারিত বিধি সমূহ।

ছ) "শাখা" অর্থ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের স্থানীয় শাখা।

জ) "জার্নাল" অর্থ সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল।

ঝ) "সদস্য" অর্থ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বুঝাইবে।

২। **সদস্যদের নিবন্ধ পুস্তক ঃ**

সংগঠনের সকল সদস্যের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা নিবন্ধ পুস্তকে রক্ষিত থাকিবে।

৩। **শাখা সমূহ ঃ**

সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ কার্যকরভাবে অর্জন করার লক্ষ্যে সকল সদস্য শাখা নামে পরিচিত স্থানীয় সংস্থায় নিজেদেরকে সংগঠিত করিবেন।

৪। **সদস্য পদের যোগ্যতা ঃ**

বাংলাদেশের নাগরিক যিনি কোন স্বীকৃত মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম এম, বি, বি, এস, বি, ডি, এস, বা সমমানের ডিগ্রী (যাহা বি, এম এন্ড ডি, সি, কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন পাইবার উপযুক্ত) অর্জন করিয়াছেন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও গঠনতন্ত্রের মুখবন্ধে আস্থাবান তিনি এই সংগঠনের সদস্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কোন

চিকিৎসকের সদস্য পদের যোগ্যতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **সদস্যের শ্রেণী বিভাগঃ**

ক) **সাধারণ সদস্য ঃ** উপরোক্ত ৪ নং ধারা অনুযায়ী চিকিৎসকবর্গ যে স্থানে বসবাস করেন, সে স্থানের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের নিকট সংগঠনের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় চাঁদার অর্থসহ আবেদন করিলে এবং শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন করিলে সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন। কোন জেলায় শাখা না থাকিলে তখন সরাসরি ঢাকা মহানগরী কিংবা নিকটবর্তী কোন শাখার সদস্য হওয়া যাইবে।

খ) **আজীবন সদস্য ঃ** সাধারণ সদস্য পদের জন্য যোগ্য কোন চিকিৎসক এককালীন এক হাজার টাকা প্রদান করিলে এবং সাধারণ সদস্যের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে আবেদন করিলে এবং শাখার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক কর্তৃক সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন করিলে আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

গ) **সম্মানিত সদস্য ঃ** চিকিৎসা, মানবতা কিংবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমুন্নত করিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন ক্রমে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করা যাইবে। তবে সম্মানিত সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবে না এবং নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৬। **সদস্যদের অধিকার সমূহ ঃ**

ক) প্রতিটি সদস্য বিনামুল্যে বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কেন্দ্র বা শাখা হইতে প্রকাশিত প্রকাশনা সমূহ পাইবেন।

খ) সংগঠনের পাঠকক্ষ ও লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গ) সংগঠনের সকল সাধারণ সভা, ক্লিনিক্যাল সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ) সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণের সংগঠনের নিয়মানুযায়ী সাধারণ পরিষদের যে কোন সভায় পেশকৃত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

ঙ) সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ নির্বাচনে ভোট প্রদান ও প্রার্থী হইবার অধিকারী হইবেন।

৭। **সদস্য পদ বাতিল করণ/ স্থগিত করণ ঃ**

নিম্নলিখিত কারণে সদস্য পদবাতিল / স্থগিত করা যাইতে পারে ঃ

ক) কোন কারণে পদত্যাগ করিলে এবং তাহা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে।

খ) পরপর ২টি চাঁদা বর্ষের বার্ষিক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে।

গ) কোন সদস্যের আচরণ চিকিৎসা পেশা বা সংগঠনের আদর্শ বা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বিবেচিত হইলে বিংবা সংগঠনের বিধান সমূহ মানিতে অস্বীকার করিলে।

ঘ) কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ অস্থায়ীভাবে সদস্য পদ রহিত করিতে পারে। তবে স্থায়ীভাবে সদস্য পদ বাতিলের ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের হাতে ন্যস্থ থাকিবে।

৮। **অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য অপসারণ পদ্ধতি ঃ**

ক) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে অন্ততঃ পক্ষে দুই সপ্তাহের নোটিশ প্রদান করিয়া অভিযুক্ত সদস্যকে পত্র মারফত বা উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান ও সময় জানাইতে হইবে। সংশিষ্ট শাখা অভিযুক্ত সদস্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করিবে।

খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনের মাধ্যমে অভিযুক্ত সদস্যকে অস্থায়ীভাবে বহিস্কার করা যাইতে পারে।

গ) পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ সভায় তাহা দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যের ভোটে পাশ করাইতে হইবে।

ঘ) কোন সদস্য যাহার বিরুদ্ধে তদন্ত চলিতেছে তিনি যতক্ষন পর্যন্ত না এই তদন্ত সমাপ্ত হইতেছে এবং সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইতেছে ততক্ষন পর্যন্ত পদত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৯। **সংগঠন বর্ষ ঃ**

আর্থিক ব্যাপারে সংগঠন ও তার বিভাগ সমূহের কার্যকাল ১ লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত ধরা হইবে।

১০। **চাঁদা ঃ**

ক) সাধারণ সদস্য -

ছ বার্ষিক একশত টাকা। এই চাঁদা ৩০ শে এপ্রিলের পূর্বে স্থানীয় শাখার নিকট পরিশোধ করিতে হইবে। বছরের অন্য যে কোন সময় চাঁদা প্রদান করিলে তাহা ঐ বছরের জন্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

খ) আজীবন সদস্য- এককালীন এক হাজার টাকা প্রদান করিলে।

গ) প্রতিটি শাখা সদস্যদের চাঁদার অর্ধেক পরিমান কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কাছে জমা দিতে হইবে। তবে ঢাকা মহানগরী শাখার সদস্যদের দেয় চাঁদার সম্পূর্নটাই কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট জমা দিতে হইবে।

১১। **সদস্য পদে পুনরায় অন্তভুক্তি -**

কোন সদস্যের সদস্যপদ ৭ (ক) ও ৭ (খ) ধারা অনুযায়ী রহিত হইলে তিনি নুতন আবেদন পত্র পেশের মাধ্যমে এবং সদস্য পদ হারানোর সময় হইতে তাহার সকল পাওনা পরিশোধ করিয়া পুনরায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। তবে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের সম্পূর্ন বা অংশ বিশেষ মওকুফ করিবার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের থাকিবে।

যে সদস্যের সদস্য পদ ৭ (গ) বিধি অনুযায়ী বাতিল করা করা হইয়াছে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নিকট গ্রহণযোগ্য লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং সদস্যপদ বাতিলের অন্যূন দুই বছর অতিক্রান্ত হইলে তাহকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরা যাইবে।

১২। **সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ঃ**

সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনটি পরিষদ থাকিবে -

ক) **সাধারণ পরিষদ ঃ** সংগঠনের সকল সদস্য এই পরিষদের সদস্য। ইহার সভা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সাধারণ ভাবে বছরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ

নিম্নবর্ণিত ভাবে গঠিত হইবে -

(১) কর্মকর্তা বৃন্দ ঃ-

সভাপতি	১জন
সহ- সভাপতি	৮ জন (ঢাকা মহানগর থেকে ১ জন ও প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১ জন)
মহাসচিব	১ জন
যুগ্ম- মহাসচিব	২জন
সাংগঠনিক সম্পাদক -	৯জন (ঢাকা মহানগর থেকে ১ জন প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১জন ও অলটারনেট মেডিসিন এর জন্য ১ জন)
কোষাধ্যক্ষ-	১জন
দপ্তর সম্পাদক-	১জন
বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক -	১জন
প্রচার সম্পাদক-	১জন
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক-	১জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক-	১জন
ক্রীড়া সম্পাদক	১জন
আইন ও পরিবেশ সম্পাদক	১জন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	১জন
মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক	১জন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১জন
ছাত্র ও চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১জন
	৩৪ জন

(২)	সহ-সম্পাদক	১২ জন *(প্রত্যেক বিভাগীয় সম্পাদক এর সাথে ১ জন করে সহ সম্পাদক)*
(৩)	সদস্য ঃ-	
	নির্বাচিত	৪৪ জন
	কো- অপ্টেড	৯ জন

(কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় সদস্য কো - অপ্ট করা হইবে)।

এ ছাড়া পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে থাকিবেন

ক) অব্যবহিত সাবেক সভাপতি

খ) অব্যবহিত সাবেক মহাসচিব

বিঃ দ্রঃ *অব্যবহিত সাবেক সভাপতি বা মহাসচিব পুনরায় নির্বাচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের স্থলে একজনকে সদস্য হিসেবে কো- অপ্ট করা হইবে।*

১৩। **গঠনতন্ত্রের ধারা, উপধারা সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল বা সংযোজনঃ**

ক) গঠনতন্ত্রের ধারা, উপধারা সমূহ পরিবর্তনের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সাধারণ সভার অন্ততঃ পক্ষে ১মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট পৌছাতে হইবে। প্রস্তাবিত বার্ষিক সাধারণ সভার অন্ততঃ পক্ষে ২ সপ্তাহ পূর্বে এই সকল প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট পৌছাইতে হইবে। প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের সভার পূর্বে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য মূল প্রস্তাব ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের মতামত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করিবে। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি এই সকল সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন তবে ইহারা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **কেন্দ্র বা শাখা সমূহে নির্বাচনী বিরোধঃ**

ক) যদি কেন্দ্র বা শাখায় কোন নির্বাচনী বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহা মিটাইবার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের সময়ই কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ একটি নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করিবেন। নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও হইতে পারিবেন না। নির্বাচনী ট্রাইবুনাল নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইবে।

১।	চেয়ারম্যান-	১ জন
২।	সদস্য সচিব-	১ জন
৩।	সদস্য-	৩ জন

নির্বাচনী বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে নির্বাচনী ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। নির্বাচনী ট্রাইবুনালের নির্বাচনবিরোধ মীমাংসার সময়কাল ২ মাস নির্দিষ্ট থাকিবে।

সংগঠনের উপ- ধারাসমূহ

১। **সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা ঃ**

ক) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নীতিমালা, ধারা, উপধারাসমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা।

খ) মহা-সচিবের বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা করা।

গ) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত হিসাব- নিকাশ বিবেচনা করা।

ঘ) প্রয়োজন বিবেচনা করিলে কোন শাখার কিংবা অপর কোন পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করা।

ঙ) মুল জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়াদি যথা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, মেডিক্যাল শিক্ষা, ঔষধনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

চ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যাহাতে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখে তাহা তত্ত্বাবধান করা।

ছ) নতুন কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন করা।

২। **কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ**

ক) সংগঠনের যথাযথ কাজ কর্ম এবং ইহার কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তির প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইহার প্রকাশনা সমূহের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিধি ও নির্দেশ প্রদান করা।

খ) প্রয়োজনবোধে কমিটি, সাব - কমিটি গঠন করা।

গ) সংগঠনের বা চিকিৎসা পেশার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে সরকার, সংগঠন বা যথাযথ ভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

ঘ) প্রয়োজনবোধে কোন সদস্য পদ বা শাখা স্থগিত ঘোষণা করা এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা ব্যর্থতার জন্য শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

ঙ) সংগঠনের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ বা অপসারণ করা।

চ) সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ছ) সাধারণ পরিষদে আলোচনার বিষয়বস্তু নিরুপন করা ।

জ) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির ১ মাস পূর্বে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করা।

ঝ) কোন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য একজন কার্যকরী পরিষদ সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া।

ঞ) বিধি ও বিধানসমূহের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ন্যস্ত হইলে অন্যান্য কাজ ও দায়িত্ব পালন করা।

ট) অডিটর নিয়োগ করা।

ঠ) **বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে অচলাবস্থা দূরীকরনের লক্ষ্যে সভাপতি সহসভাপতি, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত লইতে পারিবেন। তবে পরে উক্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।**

বিঃ দ্রঃ *(গ) এবং (ছ)- তে বর্ণিত কার্যক্রম অবশ্যই পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে।*

৩। সভাসমূহ ঃ

ক) **সাধারন পরিষদ-**

(১) **নিয়মিত সভা** ঃ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে একটি সুবিধাজনক স্থান, তারিখ ও সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই নোটিশ সভায় অন্ততঃ পক্ষে ১(এক) মাস পুর্বে প্রদান করিতে হইবে। এই সভার কোরাম হইবে ১০০ জন।

২) **তলবী সভাঃ** অন্যূন ১০০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত ও আলোচ্যসূচী অন্তর্ভূক্ত তলবী সভা আহবানের আবেদন লাভের ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ পরিষদের তলবী সভা আহবান করিতে হইবে। এই সভার নোটিশ কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে প্রদান করিতে হইবে। সভার কোরাম হইবে ১৫০ জন।

৩) **বিশেষ সভা ঃ** কোন বিশেষ প্রয়োজনে অনূন দুই সপ্তাহের নোটিশে এই ধরনের সভা আহবান করা যাইতে পারে সভার কোরাম হইবে ৫০ জনে।

৪) **জরুরী সভা ঃ** জরুরী প্রয়োজনে এক সপ্তাহের নোটিশে এই ধরনের সভা আহবান করা যাইবে । সভার কোরাম হইবে ৫০ জনে।

খ) **কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ**

(১) নিয়মিত সভা ঃ অন্ততঃ ২ মাসে একবার ইহা প্রয়োজন মত অনুষ্ঠিত হইবে। অন্ততঃ পক্ষে সাত দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে কোরাম হইবে ২১ জনে।

(২) জরুরী সভাঃ কমপক্ষে ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহবান করা যাইতে পারে। কোরাম হইবে ১৫ জনে।

৪। **সভার কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলীঃ**

(ক) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় সভাপতি কর্তৃক শুদ্ধ ও অনুমোদনসাপেক্ষে যথার্থ বলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে। এবং তাহা সংগঠনের ফাইলে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) সভার সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারেন এবং যদি উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী সভা মূলতবী চায় তবেই সভাপতি মূলতবী ঘোষণা করিতে পারেন।

(গ) যে সকল বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন তাহাদের ব্যতিরেকে সভায় পেশাকৃত প্রস্তাব সমূহ সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(ঘ) উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে সভার সভাপতি কাষ্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

(ঙ) তলবী ও বিশেষ সভায় যাহা আলোচনার জন্য সভা আহবান করা হইয়াছে তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় আলোচিত হইতে পারিবে না।

৫। **সংগঠনের জার্নাল / পত্রিকা।**

জার্নাল প্রকাশনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করিবে যাহাতে একজন চেয়ারম্যান, একজন সম্পাদক ও তিনজন

সদস্য থাকিবেন। চেয়ারম্যান হইবেন একজন মনোনীত কো: অপ্টড সদস্য, সম্পাদক হইবেন গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

৬। **ব্যয় ঃ**

সংগঠনের কর্যক্রম চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের তহবিল হইতে সকল প্রকার খরচ করিবে। সংগঠনের একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকিবে যাহা সভাপতি বা মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৭। **শাখা গঠনঃ**

(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে চিকিৎসকগণ যাহারা একস্থানে বসবাস, চাকুরী কিংবা প্র্যাকটিস করেন তাহাদের সমবায়ে শাখা গঠিত হইবে। শাখা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। শাখা সংগঠনের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিবে।

(খ) অন্যূন ২০ জন চিকিৎসক একটি স্থানীয় শাখা গঠন করিতে পারিবে তবে কোন অবস্থায় একই জেলায় একাধিক শাখা গঠিত হইতে পারিবে না। যে সমস্ত জেলায় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আছে সে সমস্ত জেলায় ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) শাখা সমূহ বার্ষিক রিপোর্ট প্রনয়নের জন্য প্রতি ৬ মাস অন্তর শাখা কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কর্যকরী পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবে।

(ঘ) অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাখা সমূহ স্বায়ত্বশাসিত হইবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কোন শাখার ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে না। অনুরুপভাবে কোন শাখা ও কেন্দ্রের ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে না

(চ) বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া জেলা শাখা থাকিবে। নূন্যতম ২৫ জন সদস্য লইয়া জেলা শাখা গঠন করা যাইবে।

৮। **শাখা কার্যকরী পরিষদ ঃ**

(ক) নিম্ন বর্ণিত ভাবে গঠিত হইবে-

সভাপতি	১ জন
সহ- সভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
সমাজ কল্যাণ ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
প্রচার, প্রকাশনা ও গ্রন্থন সম্পাদক	১ জন
সদস্য (নির্বাচিত)	৩ জন
সদস্য (কো-অপ্টড)	২ জন

অব্যবহিত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক সদস্য হিসাবে থাকিবেন যদি তাহারা পুনরায় নির্বাচিত হন তবে তাহাদের প্রত্যেকের স্থলে একজনকে কোপ্টকর হইবে।

(খ) বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাহারা ভিন্নরূপে শাখা কমিটি গান করিতে পরিবে।

(গ) সকল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে (ইনিস্টিটিউট) শাখা কমিটি গঠন করা যাইবে।

৯। **কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ**

সভাপতি-

(ক) সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ, এবং সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) সংগঠন আহোজিত অন্য যে কোন ধরনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) কোন সভায় উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে চেক সহি করিবেন।

(ঙ) গঠনতন্ত্রের কোন অংশের অস্পষ্টতা দেখা দিলে সেই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

সহ-সভাপতি -

সভাপতির অনুপস্থিতে ক্রমানুসারে একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১। ঢাকা মহানগর ২। ঢাকা বিভাগ ৩। চট্টগ্রাম বিভাগ ৪। রাজশাহী বিভাগ ৫। খুলনা বিভাগ ৬। সিলেট বিভাগ ৭। বরিশাল বিভাগ। ৮। রংপুর বিভাগ।

মহা সচিব-

(ক) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকিবেন।

(খ) সম্পাদকের কাজের তদারক করিবেন।

(গ) বিল পাশ করিবেন এবং চেক সহি করিবেন।

(ঘ) সভাপতির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সভা, সম্মেলন আহ্বান, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠিত করিবেন।

(ঙ) সকল চিঠিপত্র প্রদান করিবেন।

(চ) সংগঠনের সাধারণ পরিষদ, ও কার্যকরী প রিষদের সভা পরিচালনা করিবেন।

যুগ্ম-মহাসচিব ঃ

মহা সচিবের কার্যপরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন এবং মহা সচিবের অবর্তমানে ক্রমানুসারে যুগ্ম-মহাসচিব দায়িত্ব পালণ করিবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক -

(ক) মহা সচিবকে সংগঠন পরিচালনায় সহায়তা করিবেন।

(খ) বিভিন্ন শাখা গঠন ও সদস্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবেন।

(গ) মহা সচিবের পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকগণকে সহায়তা প্রদান করিবেন।

(ঘ) সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষায় মহাসচিবকে সহায়তা করিবে।

সভাপতি ও মহাসচিব প্রার্থী পদের যোগ্যতা ঃ

সভাপতি ও মহা-সচিব পদ প্রার্থীকে অবশ্যই সংগঠনের আজীবন সদস্য হইতে হইবে। পরপর দুইবার নির্বাচিত হইলে তৃতীয় বারের জন্য একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচকমন্ডলী বা ভোটার

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সকল আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের ভোটার হইবে। পরবর্ত্তীতে ভিন্ন কোন ও সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সারাদেশের সকল ভোটারদের উপস্থিতিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

উপদেষ্টা পরিষদঃ

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে প্রতি ৬ মাসে উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

জাতীয় পরিষদঃ

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ এবং সকল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ লইয়া "জাতীয় পরিষদ" গঠিত হইবে। এই পরিষদের কাজ হইবে সাংগঠনিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

নির্বাচিত কার্য্যকরী কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এডহক কমিটির কার্য্যক্রম বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।